সম্প্রসারণ বার্তা

৩ রাজশাহীতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মহোদয়ের এআইসিসি পরিদর্শন
৪ কুমিল্লার লাকসাম উপজেলায় ধানের জমিতে আলোকফাঁদ ব্যবহার
৫ মাদারীপুরে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
৬ হাটহাজারীতে বাড়ছে ড্রাগন ফ্রুটের আবাদ

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৯তম বর্ষ ■ ৬ তম সংখ্যা ■ আশ্বিন-১৪২৩ ■ পৃষ্ঠা ৮

# কৃষকদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে কৃষিবিদদের প্রতি আহ্বান মহামান্য রাষ্ট্রপতির

**–কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কৃতসা, ঢাকা**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এসব আধুনিক প্রযুক্তি কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে কৃষির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষকদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে কৃষিবিদসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ফার্মগেটস্থ কেআইবি কমপ্লেক্সে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ আয়োজিত ৫ম জাতীয় কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক কৃষি কনফারেন্স ২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। তিনি কৃষকদের তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কৃষি উৎপাদন ও বিপণনে পণ্যের বহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি উদ্ভাবনী ও গবেষণা প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য দারিদ্র্য হ্রাস করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা। তিনি বলেন, এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনকে স্থায়ী ও টেকসই করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবার মান উন্নয়ন। আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কৃষক এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায়

৫ম জাতীয় কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক কৃষি কনফারেন্স ২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন কেআইবি নেতৃবৃন্দ

তা পৌঁছে দেয়া। নতুন প্রযুক্তি ও বিভিন্ন জাতের ফসল ও বীজ উদ্ভাবনে সফলতার জন্য বাংলাদেশ প্রশংসার দাবিদার উল্লেখ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, এ ব্যাপারে কৃষিবিদ ও কৃষিবিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি বলেন, বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ, কৃষক ও কৃষিবিদদের সম্মিলিত (২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

## হাইব্রিডের মতো জিএমওরও সুফল পাবে জনগণ- কৃষিমন্ত্রী

বিএজেএএফ আয়োজিত এশিয়ার চাল উৎপাদন ও বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতস', ঢাকা

জমি ক্রমাগত কমে যাওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের জমি নেই, অন্য দিকে প্রচুর খাদ্যের চাহিদা রয়েছে। তা পূরণে প্রযুক্তি উন্নয়নের বিকল্প নেই। ক্ষতি পরিহার করে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অর্গানিজম (জিএমও) প্রযুক্তিতে ফসল উৎপাদনই এ সমস্যার বড় সমাধান। জিএমওরও (২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

## বিএআরআই-এ কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন

বিএআরআই-এ আয়োজিত কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানরত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএআরআই) কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে বিএআরআইয়ের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি অতিথি হিসেবে (২য় পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

## কৃষকদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে কৃষিবিদদের প্রতি আহ্বান মহামান্য রাষ্ট্রপতির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রচেষ্টায় দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি জানান, দানাদার শস্যের পাশাপাশি ডিম, দুধ ও মাংস উৎপাদন গত ৭ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে এখন চতুর্থ। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কৃষিবিদ ও কৃষিবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের সভাপতি কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, এমপি আধুনিক কৃষি বিপ্লবের লক্ষ্যে মেধাবীদের কৃষি শিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যদা প্রদান করায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সমগ্র কৃষিবিদ সমাজের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী পরিকল্পনা ও কৃষিবিদদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে কৃষিতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। চাকরি ক্ষেত্রে কৃষিবিদদের উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনসহ সব বৈষম্যের সমাধানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে তিনি অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের মহাসচিব কৃষিবিদ মোহাম্মদ মোবারক আলী। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের জনমুখী ও কৃষিবান্ধব কার্যক্রমের দরুন কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। তা স্বত্তেও সীমিত জমি, অধিক জনসংখ্যাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপায় ও কৌশল নির্ধারণের জন্য কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ ৫ম জাতীয় কনভেনশন ও প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক কৃষি কনফারেন্স আয়োজন করেছে। তিনি আধুনিক ও নান্দনিক কেআইবি কমপ্লেক্স স্থাপনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি; কৃষিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি; কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান, এমপি প্রমুখ। উল্লেখ্য, ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কেআইবির বার্ষিক সাধারণ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ থেকে আগত কৃষিবিদগণ এসব আলোচনা ও আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

## হাইব্রিডের মতো জিএমওরও সুফল পাবে জনগণ -কৃষিমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুফল জনগণ পাবে, যেমন সুফল পেয়েছে হাইব্রিডের ক্ষেত্রে। ফার্মগেটের আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিল্কী অডিটোরিয়ামের কনফারেন্স রুমে ২০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল জার্নালিস্টস অ্যান্ড এক্টিভিটিস ফেডারেশনের (বিএজেএএফ) আয়োজিত 'এশিয়ার চাল উৎপাদন ও বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা' বিষয়ক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এ কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে হাইব্রিড ফসল চাষ হোক তাও এক সময় কেউ চায়নি। আমরা হাইব্রিডকে অনুমোদন দিয়েছি, যার সুফল জনগণ এখন পাচ্ছে। হাইব্রিড ফসল বর্তমানে খাদ্য চাহিদা পূরণে বড় অবদান রাখছে। তিনি আরও বলেন, জিএমও বাস্তবায়নে আমরা যা প্রয়োজন তা-ই করাব। আমরা সম্ভাব্য সব ক্ষতি পরিহার করেই জিএমও নিবো। উৎপাদন ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করা হবে। সবাই কৃষিতে ভর্তুকি দিতে নিষেধ করে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সবাই এক দিকে, আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী কৃষির দিকে, কৃষকের দিকে। কৃষি যন্ত্রপাতি শুধু আমদানি নয়, দেশের ভেতরে বানাতেও ভর্তুকি দিচ্ছে সরকার। কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ কৃষকের কাছে পৌঁছানো এবং গবেষণায় জোর দেয়া হয়েছে। ভূমি আইন সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার জোরজবরদস্তিমূলক কোনো আইন প্রণয়ন করবে না।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, বর্তমান উৎপাদনকে ধরে রাখতে অবশ্যই জমি সংকট ও দাম নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সবুজ বিপ্লবের পাশাপাশি গ্রিন ইকোনমি এবং ব্লু-ইকোনমিতে জোর দিতে হবে। এ ধরনের আয়োজন সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে জানিয়ে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, এ জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের তথ্য সরবরাহ ও মতামতে আরো সহায়ক ভূমিকা নিতে হবে। বিএজেএএফের সাংগঠনিক সম্পাদক সাহানুর সাইদ শাহীনের সঞ্চালনায় সেমিনারের জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সাবেক সিনিয়র টেকনিক্যাল কর্মকর্তা সুভাস দাশগুপ্ত তার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনে বলেন, ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের চাল উৎপাদন হবে চার কোটি ২৫ লাখ টন। আর ২০৫০ এ হবে চার কোটি ৫৫ লাখ টন। বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ মাথাপিছু ৪৩৮ গ্রাম করে চাল খায়। ২০৫০ এ খাবে ৪০৫ গ্রাম করে। ফলে ওই সময়ে জনসংখ্যা ২০ কোটি হলেও চার কোটি ৫৫ লাখ টন চাল দিয়ে চাহিদা মেটানো যাবে।

মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান বলেন, আমাদের দেশে গত দশ বছরে ভুট্টা চাষে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে এবং সামনের দিনগুলোতে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তায় ভুট্টা একটি ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করবে। সাবেক কৃষি সচিব আনোয়ার ফারুক বলেন, কৃষি খাতে গবেষণায় বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্ব বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ড. খান আহমেদ সাঈদ মুরশিদ বলেন, কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে চালের দাম কিভাবে বাড়ানো যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় প্রেস কাবের সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, জলবায়ুর পরিবর্তন কৃষির জন্য সবচেয়ে বড় বাধা। এ জন্য ঘাতসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন ও কৃষকের কাছে দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বিএজেএএফ সভাপতি অমিয় ঘটক পুলকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) মহাপরিচালক ড. শমসের আলী, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. ভাগ্য রাণী বণিক, জাতীয় প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক আশরাফ আলী, এসিআই লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক ড. ফা হ আনসারী, লাল তীর সীডস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুব আনাম প্রমুখ।

## বিএআরআই-এ কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৯ দিনব্যাপী (১৮-২৬ সেপ্টেম্বর) কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, কৃষিই অর্থনীতির মূলভিত্তি। আজ বাংলাদেশ বিশ্বে সবজি উৎপাদনে তৃতীয়। কৃষি বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কারের ফলেই এ সাফল্য এসেছে। তিন বছরের কৃষিতে ভালো ফলাফলের কারণেই বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেরেস পদক পেয়েছেন। হাইব্রিড ও জিএমও খাদ্যের ব্যাপারে সবাইকে আরো উদার ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে। তিনি দেশীয় জাতসমূহের ফলন বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞানীদের বলেন এবং ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিক গুরুত্বারোপ করেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ৯৮-এর বন্যার পর বিবিসি থেকে বলা হয়েছিল ২ কোটি মানুষ মারা যাবে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে দুইটা পিঁপড়াও মারা যায়নি।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের ওপর সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করেন বারির মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল। পরে স্বাগত বক্তব্য দেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন। কর্মশালায় বারির বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ তাদের বিগত সময়ের গবেষণার ফলাফল ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. মকবুল হোসেন এমপি ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কৃষিবিদ মো. আব্দুল মান্নান এমপি।

এই কর্মশালায় সারা দেশ থেকে আগত কৃষি বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন পর্যায়ের এই কর্মশালা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষক প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় ও আঞ্চলিক কৃষির সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সেই আলোকে গবেষণা কার্যক্রম প্রণীত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের এ পর্যন্ত ২০০টিরও বেশি ফসলের ৪৭১টি উচ্চফলনশীল (হাইব্রিডসহ), রোগ প্রতিরোধ ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং ৪৫২টি অন্যান্য প্রযুক্তিসহ এ যাবত ৯০০টিরও বেশি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ সব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে গম, তেলবীজ, ডালশস্য, আলু, সবজি, মসলা এবং ফলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত অর্থবছরে যেসব গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয় সেগুলোর মূল্যায়ন ও এসব অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

## রাজশাহীতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মহোদয়ের এআইসিসি পরিদর্শন

কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার শিবপুর এআইসিসি ক্লাব পরিদর্শন করেন

গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মহোদয় বেলা ১০টায় রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলায় অবস্থিত শিবপুর কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) পরিদর্শন করেন। পরিচালক মহোদয় শিবপুর এআইসিসিতে পৌঁছলে এআইসিসির সব সদস্য তাকে স্বাগত জানান। পরিচালক মহোদয় ক্লাব সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। পরিচালক মহোদয় এআইসিসির কাজ কিভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ক্লাব সদস্যরা এআইসিসির মাধ্যমে অত্র গ্রামের কৃষিতে যে পরিবর্তন এসেছে তা উল্লেখ করেন। সদস্যরা পরিচালক মহোদয়কে জানান, বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণের জন্য এ ধরনের ক্লাব প্রতিটা গ্রামে স্থাপিত হলে কৃষিতে আরও অভূতপূর্ব সাফল্য আসবে । পরিচালক মহোদয় সব সদস্যের সাথে আলোচনা করে এআইসিসির সব কার্যক্রমের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এআইসিসির কার্যক্রমকে আরো বেগবান এবং যুগোপযোগী করে তুলতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি চলমান কার্যক্রমকে আরো সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সদস্যদের মাসিক চাঁদা সময়মতো সংগ্রহ ও সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার আরো সুন্দরভাবে পরিচালনা এবং এআইসিসির সব মালামাল সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। তিনি ক্লাব সদস্যদের বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে এআইসিসিরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। এআইসিসির সব সুযোগ সুবিধাগুলো নিজেদের এবং আশপাশের গ্রামের সব কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। এ ছাড়াও তিনি এআইসিসি এবং এলাকার ডিজিটাল সেন্টারের (ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্র) সাথে সেতুবন্ধন তৈরি করে সব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

## কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মহোদয়ের পাবনা জেলার কার্যক্রম পরিদর্শন

এ.টি.এম ফজলুল করিম, কৃতসা, পাবনা

কৃষি তথ্য সার্ভিস এর পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান বেড়া এআইসিসি ক্লাব পরিদর্শন কালে ক্লাবের সভাপতি ফিরোজ খানকে মোবাইলের মাধ্যমে কৃষি তথ্য প্রযুক্তির আদান প্রদানের কলাকৌশল দেখিয়ে দিচ্ছেন

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে এআইএসের আঞ্চলিক কার্যালয়, পাবনা পরিদর্শন করেন। এ সময় পাবনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে বিভাগীয় কাজের গতি বৃদ্ধি, মাঠপরিদর্শন, কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন, কৃষি তথ্য প্রচারের ব্যাপারে প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাহায্যে দ্রুত তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আইসিটি মিডিয়ার কার্যক্রম কৃষকের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণসহ পাবনা অঞ্চলের আওতাধীন ৩১টি উপজেলায় কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্র নিয়মিত পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাবনার উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকারসহ অফিসের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

এরপরে তিনি জেলার বেড়া উপজেলায় স্থাপিত কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) পরিদর্শন করেন। সেখানে আগত প্রায় শতাধিক চাষির সাথে বর্তমান কৃষকবান্ধব সরকারের কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচনা করেন। বর্তমান সরকার কৃষিকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের ৪৯৯টি উপজেলায় স্থাপিত কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্রসমূহের প্রত্যেকটিতে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়াসামগ্রী, মডেম, সাউন্ড সিস্টেম, স্ক্যানার, লেমিনেটিং মেশিন, কালার প্রিন্টার, এন্ড্রয়েড মোবাইলসহ আরও অন্য ইলেকট্রনিকসামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। তিনি এসব সামগ্রী যত্নসহ ব্যবহার করতে এবং যথাযথ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় ক্লাবের সভাপতি এ কে এম ফিরোজ খান পরিচালক মহোদয়ের কাছে ক্লাবের সব সদস্যকে আরও উন্নতমানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আবেদন জানান।

## পটুয়াখালীতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৃষিবিদ মো. শাহাদত হোসেন, এআইএস, বরিশাল

পটুয়াখালীতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি উপপরিচালক, ডিএই, পটুয়াখালী

কৃষিকে লাভজনক করতে হলে জনশক্তির চেয়ে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি করার কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে কৃষির বহু কর্মকাণ্ড যান্ত্রিকভাবে করা হলেও যন্ত্রনির্ভর কৃষি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। এটি নিশ্চিত করতে হলে দেশে ব্যবহার উপযোগী যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরির ওপর সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক জোর দেয়া প্রয়োজন। এসবের পাশাপাশি কী ধরনের যন্ত্র কৃষকের জন্য বেশি দরকার এবং এর মূল্যসহ কারিগরি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা গত ৫ সেপ্টেম্বর পটুয়াখালী শহরের এসডিএ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। USAID এর অর্থায়নে আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট) এবং আইডিই বাংলাদেশ আয়োজিত সিসা-এমআই প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) পটুয়াখালীর উপপরিচালক মো. নজরুল ইসলাম মাতুব্বর। তিনি বলেন, সিসা-এমআই প্রকল্প কর্তৃক প্রচলিত জাম্বু পাম্প, রিপার, সিডার এ অঞ্চলের কৃষকের কাছে সমাদৃত হয়েছে। এখন প্রয়োজন এসব যন্ত্রের ভালোমন্দ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে আরও বেশি এলাকায় এর সম্প্রসারণ ঘটানো। এ ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আপনাদের পাশে থাকবে। ডিএই বরগুনার উপপরিচালক সাইনুর আজম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এ এস এম ইকবাল হোসেন, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার, সিমিট বরিশাল হাবের কো-অর্ডিনেটর হীরালাল নাথ, আইডিই প্রতিনিধি মো. মোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ। এতে কৃষকসহ ডিএই, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বারি, ব্রি, বিএডিসি, এসআরডিআই, আরএফএল এবং অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

## কুমিল্লার লাকসাম উপজেলায় ধানের জমিতে আলোকফাঁদ ব্যবহার

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

আলোকফাঁদ সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করছেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লা জেলার উপপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ্

চলতি আমন মৌসুমে ক্ষতিকারক পোকার আক্রমণ থেকে ধান ফসলকে রক্ষার উদ্দেশ্যে পোকার উপস্থিতি শনাক্তকরণের নিমিত্তে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, লাকসাম উপজেলার সিউরাইন ব্লকে কৃষক মো. হায়দার আলীসহ অন্যান্য কৃষকের মাঠে প্রায় ৫ হেক্টর জমিতে ধানের ক্ষতিকারক পোকা দমনের জন্য প্রদর্শনী হিসেবে আলোকফাঁদ স্থাপনের আয়োজন করা হয়। একই দিনে উপজেলার আরো ১৫টি স্থানে আলোকফাঁদ বসানো হয়েছে। আলোকফাঁদ পরিদর্শন করেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লা জেলার উপপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ্, মো. জয়নুল আবেদিন, অতিরিক্ত উপপরিচালক, শস্য উৎপাদন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, মো. সিরাজ উদ্দিন হোসেন, এসএপিপিও মো. মান্নান মোল্লা। এ সময় এলাকার বেশ কিছু কৃষক আলোকফাঁদ দেখতে এলে উপস্থিত কৃষকদের উপপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ্ আলোকফাঁদের উপকারিতা ও এ পদ্ধতিটি পরিবেশবান্ধব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপস্থিত কৃষকরা এ পদ্ধতিটি দেখে নিজ নিজ ধানের জমিতে ব্যবহার করবেন বলে জানান।

## কক্সবাজারে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মাঠ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠিত

আশরাফুল আলম, কৃতসা, কক্সবাজার

গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ কক্সবাজার সদর উপজেলায় রাইস প্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে আমন ধানের চারা রোপণ উপলক্ষে সদর উপজেলার খরুলিয়া ব্লকের খামারপাড়া গ্রামে কৃষক ইমতিয়াজ আহমেদ জুয়েলের জমিতে ব্রিধান৪৯ জাতের ধানের চারা রোপণ উপলক্ষে মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। এখানে প্রচুর উপস্থিতিতে ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে সহজভাবে চারা রোপণের কৌশল দেখানো হয়। এতে কৃষকেরা শ্রমিকের অভাব পূরণে কম খরচে এ যন্ত্রের ব্যবহারের প্রতি আগ্রহী হয়। তারা মনে করে আগামীতে এ যন্ত্রের ব্যবহার বাড়বে ।

মাঠ দিবসে উপপরিচালক, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কক্সবাজার, উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি অফিসার, চেয়ারম্যান ঝিলংঝা ইউনিয়ন পরিষদ এবং এলাকার প্রচুর কৃষক উপস্থিত ছিলেন ।

গত ২৪ আগস্ট ২০১৬ সদর উপজেলার পি এম খালীর ব্লকে মালেপাড়া জামে মসজিদপাড়ায় মো. রমজান আলীর জমিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে ব্রি ৫০ জাতের আমনের চারা রোপণ উপলক্ষে মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। অল্প খরচে যন্ত্রের সাহায্যে সহজে চারা রোপণের কৌশল চাষিদের মধ্যে খুবই আগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং আগামীতে প্রচুর কৃষক এ পদ্ধতিতে চাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। এতে যেমন লাইনে চারা রোপণ করা যায় তেমনি খরচও কম।

মাঠ দিবসে উপপরিচালক, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ডিএই, কক্সবাজার, উপজেলা কৃষি অফিসার সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি অফিসার, কৃষক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

## রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে চলছে ক্ষতিকর পোকা দমনের জন্য আলোকফাঁদ

মো. এরশাদ আলী, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ক্ষতিকর পোকার উপস্থিতি জানতে আলোকফাঁদের ব্যবহার চলছে

পোকা দমনে আলোকফাঁদ একটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি। রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এই পদ্ধতিতে গত বোরো মৌসুমে বোরো ধানের জমিতে উপকারী এবং অপকারী পোকার উপস্থিতি দেখে ব্যাপকভাবে পোকা দমন করা হয়েছিল। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকায় ধানের অন্যতম ক্ষতিকারক পোকা বাদামি গাছফড়িংয়ের উপস্থিতি ও সহজ পদ্ধতিতে দ্রুত দমনে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলোকফাঁদ ব্যবহার করে কম খরচে অনেক বেশি ক্ষতিকারক পোকা সহজে দমন করা যায়।

এই রকম একটি কর্মসূচি গত ৬ সেপ্টেম্বর/২০১৬ রাজশাহীর গোদাগাড়ীর ঈশ্বরীপুর ব্লকের নবাই বটতলা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. তৌফিকুর রহমান জানান, আলোকফাঁদ ব্যবহারে পরিবেশ ভালো থাকে, উৎপাদন খরচ কম হয়, কীটনাশক কম লাগে এবং বিপিএইচের উপস্থিতি সহজে বোঝা যায়। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আলো দেখলে বাদামি গাছফড়িং বা বিপিএইচ পোকা ছুটে এসে এক জায়গায় মিলিত হয়, ফলে সহজে এ পোকা ধ্বংস করা যায়।

ঈশ্বরীপুর ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব অতনু সরকার জানান, এই পদ্ধতি এলাকার কৃষকগণ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করছে এবং ভালো উপকার পাচ্ছে। এতে করে এলাকার কৃষকগণ উপকারী ও অপকারী পোকা সহজে চিনতে পারছেন। তিনি আরো বলেন, এলাকার কৃষকেরা যে কোনো পোকা দেখলেই কীটনাশক দিতে হবে এই ধারণা যে ভুল তা সহজেই বুঝতে পারছেন।

## সুনামগঞ্জে কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৬ অনুষ্ঠিত

কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ, কৃতসা, সিলেট

সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জের ব্যবস্থাপনায় সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের সহযোগিতায় ১-৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ইং সরকারি জুবলী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ৪ দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এম এ মান্নান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। এ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি শহীদ আবুল হোসেন মিলনায়তন থেকে মেলা প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। পরে শহীদ আবুল হোসেন মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা কৃষি খাতে নানা বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। দেশের আবাদি জমির পাশাপাশি অনাবাদি জমি চাষে উদ্যোগী করতে সরকার কৃষকদের মধ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, কীটনাশক বিনামূল্যে বিতরণ করে যাচ্ছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মো. জাহেদুল হক উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ। কৃষিবিদ জনাব স্বপন কুমার সাহা, সুনামগঞ্জ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রধান প্রশিক্ষক প্রমুখ। প্রতিদিন সকাল ৯.৩০ থেকে রাত ৮.০০টা পর্যন্ত মেলা চলে।

## মাদারীপুরে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

মাদারীপুরে এসএএওদের প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানরত ডিএই ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ কিংকর চন্দ্র দাস

গত ৭ সেপ্টেম্বর মাদারীপুরের খামারবাড়ির ডিএই সম্মেলন কক্ষে ‘দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপযোগী নবউদ্ভাবিত উফশী জাতের ধান, গম, ভুট্টা উৎপাদন প্রযুক্তি এবং বসতবাড়িভিত্তিক সবজি উৎপাদন ও ফল বাগান প্রযুক্তি’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী এসএএও প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কিংকর চন্দ্র দাস। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিএই মাদারীপুর জেলার উপপরিচালক আবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের (বারি) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সালেহ উদ্দিন, প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার আলমগীর বিশ্বাস, বারির বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা অঞ্জন কুমার দাস প্রমুখ। প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় বলেন, কৃষিতে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিণত করতে হবে। ইতোমধ্যে ধানে আমরা চতুর্থ, সবজিতে তৃতীয় আর আলু ও ফল উৎপাদনে পৃথিবীর শীর্ষ দশে স্থান করে নিয়েছি। এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রকল্পটি বেশ সহায়তা করবে। প্রকল্প হতে পাওয়া কৃষক, এসএএও প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের চাষির জীবনমান আরও উন্নয়ন হবে; দেশ হবে সমৃদ্ধ। এসএএওদের কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে আরো উদ্যোগী হয়ে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ধান, গম, ভুট্টা, শাকসবজি এবং বিভিন্ন ফলের চাষাবাদ কৌশল সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রশিণ দেয়া হয়। এতে মাদারীপুরের ৪ উপজেলার ৩০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

## রংপুর অঞ্চলে রোপা আমন ধান চাষে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম

–খোন্দকার মো. মেসবাহুল ইসলাম, ডিএই, রংপুর

রংপুর অঞ্চলের পাঁচটি জেলায় এবার রোপা আমন ধান চাষে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। গত মৌসুমে সরকারিভাবে ধান ক্রয়ে মূল্যবৃদ্ধির পর এ অঞ্চলের কৃষকেরা নতুন করে ধান চাষের দিকে ঝুঁকেছে। চলতি মৌসুমে রংপুর অঞ্চলে ৫,২১,৫৭৪ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। চাষ হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে শতকরা ১২ ভাগের বেশি ৫,৮৫,৬১৩ হেক্টর জমিতে। গত বছর ৫,৮২,৯৬৭ হেক্টর জমিতে রোপা আমন চাষ হয়েছিল।

গত জুলাই মাসের শেষ থেকে আগস্ট মাসের প্রথম পর্যন্ত অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ৫,৫৪৮ হেক্টর জমির রোপা আমন নষ্ট হলেও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সময়োপযোগী উদ্যোগ ও পরামর্শে এবং কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষি পুনর্বাসনের আওতায় রোপা আমন চারা বিতরণের ফলে লক্ষ্যমাত্রার অধিক জমিতে রোপা আমন ধান রোপণ করা হয়। উল্লেখ্য, এ সময়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. হামিদুর রহমান মহোদয় বন্যা আক্রান্ত অঞ্চল সফর করে মাঠপর্যায়ে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। এতে কৃষকদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। কৃষকরা আশা করছেন, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আবাদ যেমন বেশি হয়েছে তেমনি আগামীতে ভালো ফলন ও ধানের ভালো দামও তারা পাবেন।

## কৃষিকথার গ্রাহক সংগ্রহে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মসিউর রহমানের কৃতিত্ব

–নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলা কৃষি অফিসার ২ হাজার ২৬০ জন গ্রাহকের অর্থ আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, বরিশালের কাছে হস্তান্তর করেন

বরিশাল অঞ্চল পর্যায়ে কৃষিকথার সর্বোচ্চ গ্রাহক সংগ্রহ করে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মসিউর রহমান বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হন। তিনি গত ৩১ আগস্ট ডিএইর মাসিক সভায় উপপরিচালক মো. নজরুল ইসলাম মাতুব্বরের মাধ্যমে আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদত হোসেনের ২ হাজার ২৬০ জন গ্রাহকের অর্থ বাবদ ৯৪ হাজার ৯২০ টাকা হস্তান্তর করেন। এ সময় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার মো. ফজলুর রহমানসহ উপজেলা কৃষি অফিসারবৃন্দ অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা কৃষি অফিসার বলেন, কৃষি প্রযুক্তি চাষিদের দোরগোড়ায় পৌছানোর অন্যতম উৎস হচ্ছে কৃষিকথা। চাষের সমসাময়িক তথ্য, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং সম্ভাবনাময় এ পত্রিকাটি কৃষক পর্যায়ে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। তিনি একজন কৃষকের উদাহরণ দিয়ে বলেন, ‘কয়েক মাস আগে চাষির জানতে চাওয়া একটি বিষয়ের সমাধান নিজের কাছে কিছুটা সন্দিহান মনে হলে বিভিন্ন ওয়েবসাইট সার্চ করেও না পেয়ে কৃষিকথায় খুঁজে পেলাম। তখন থেকে কৃষিকথার প্রতি আমার আস্থা বেড়ে গেল এবং যত বেশি পরিমাণে সম্ভব পত্রিকাটি চাষিদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করব বলে সংকল্প করি। গ্রাহকের দেয়া আজকের অর্থ আমার ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ’। তিনি আরও বলেন, বছরে মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে একজন কৃষক পত্রিকা থেকে যেসব তথ্য পাবেন, তা মাঠে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি অধিক উৎপাদনের পাশাপাশি অভিজ্ঞ কৃষকে পরিণত হবেন। তাই শুধু কৃষক নন, কৃষি সংশ্লিষ্ট সবাইকে কৃষিকথা পাঠে আরও মনোনিবেশ বাড়াতে হবে। তিনি জানান, গ্রাহক সংগ্রহে সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার সবিনয় চন্দ্র পাইকসহ প্রতি উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা তাকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন। গ্রাহক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও এ ধরনের পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। এআইএসের বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার এ সহযোগিতার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ভবিষ্যতে এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করেন।

## রাজশাহীতে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহীতে চাষিপর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পে (২য় পর্যায়) আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

৩০ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-এর আয়োজনে রাজশাহী এনসিডিপি হলরুমে রাজশাহী কৃষি অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে দিনব্যাপী প্রকল্প কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । দিনব্যাপী কর্মশালা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ জনাব ছারওয়ার জাহান। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান ।

বক্তাগণ বলেন, ফসল উৎপাদনের বীজ হতে হবে মানসম্মত। তাই নিম্নমানের বীজ বর্জন করতে হবে। সুস্থ-সবল রোগমুক্ত ও উচ্চফলনশীল বীজ না হলে কোনো ফসলের উৎপাদন ভালো হবে না। নিজের বীজ নিজে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও অন্য কৃষকদের মধ্যে বিতরণে সচেষ্ট হতে হবে। এছাড়া বীজ শিল্প উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণের ওপর বক্তাগণ জোর প্রদান করেন। অন্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের জেলা উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বিএডিসির যুগ্ম পরিচালক (সার) কৃষিবিদ মো. আরিফ হোসেন খান, ধান গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো. রফিকুল ইসলাম, গম গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. ইলিয়াস হোসেন এবং আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসারসহ মোট ৮০ জন কর্মকর্তা। কর্মশালায় প্রাণবন্ত উপস্থাপনা করেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ রহিমা খাতুন।

## হাটহাজারীতে বাড়ছে ড্রাগন ফ্রুটের আবাদ

কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

হাটহাজারীতে প্রদর্শনীর আওতায় স্থাপিত ড্রাগন ফ্রুটের বাগান পরিদর্শন করছেন ডিএই চট্টগ্রামের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার শেখ আবদুল্লাহ ওয়াহেদ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতাধীন প্রদর্শনীর মাধ্যমে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় সম্প্রসারিত হয়েছে ড্রাগন ফ্রুটের বাগান। উপজেলা কৃষি অফিস, হাটহাজারী এবং হাটহাজারী হর্টিকালচার সেন্টারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যেই উপজেলার মীর্জাপুর, লাঙ্গলমারা, দক্ষিণ পাহাড়তলী ও আলমপুরে আটটি ড্রাগন ফ্রুটের বাগান স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৪ সনের শেষের দিক থেকে স্থাপন করে আসা এসব বাগানে বর্তমানে ১২০০ এর অধিক ড্রাগন ফ্রুটের চারা, সহায়ক পিলারসহ রোপণ করা হয়েছে। ড্রাগন ফ্রুটের প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক গাছ বছরে সাত মাস পর্যন্ত ফল দিয়ে থাকে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি বাগান থেকে উৎপাদিত ফল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রয় করা শুরু হয়েছে। পাইকারি হারে এক কেজি ফলের মূল্য গড়ে ৩০০-৩৫০ টাকা। ড্রাগন ফল উৎপাদন ও বিপণন পর্যায়ে কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হয় না। চট্টগ্রাম শহরের বড় বড় সুপার শপগুলোতে এ ফল বিক্রয় হচ্ছে এবং সুস্বাদু এ ফলের প্রতি ভোক্তাদের সাড়া যথেষ্ট ইতিবাচক। ড্রাগন ফল ভিটামিন সি, মিনারেল ও উচ্চ ফাইবারসমৃদ্ধ। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে এ ফল বিশেষ উপকারী। তৈরিকৃত জুস অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আশা করা যায় ভোক্তা পর্যায়ে এ ফলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজেলাতেও হাটহাজারীর মতো ড্রাগন ফ্রুটের আবাদ ছড়িয়ে পড়বে।

## নিরাপদ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের উৎপাদন বাড়াতে হবে

**–পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, ডিএই**

কৃষিবিদ এম এম আব্দুর রাজ্জাক, কৃতসা, খুলনা

মাদারীপুরে আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্মশালা ২০১৬-১৭ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানরত কৃষিবিদ মো. মনজুরুল হান্নান, পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, ডিএই

দেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও নিরাপদ পুষ্টিকর খাদ্যে নয় এ জন্য নিরাপদ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের উৎপাদন বাড়াতে হবে। গত ২১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে মাদারীপুর জেলার ডিএইর উদ্যোগে মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারে সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্মশালা ২০১৬ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মো. মনজুরুল হান্নান, পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, ডিএই এ কথা বলেন।

তিনি এলাকাভিত্তিক আবাসিক ও বাণিজ্যিক ফলের বাগান নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানে আধুনিক প্রযুক্তি ও জাত ব্যবহার করে পুষ্টিসমৃদ্ধ ফসল উৎপাদন করার কথা বলেন। তিনি আরও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের গ্রুপভিত্তিক যেসব যন্ত্রপাতি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে সেগুলোর সঠিক যত্ন ও ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর কৃষিবিদ কিংকর চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কর্মশালায় কিনোট উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মো. সাইদুর রহমান। তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা ও করণীয় সম্পর্কে আগত উপস্থিতিকে অবহিত করেন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কোন কোন উপজেলায় করণীয় তা লিখিত আকারে গ্রহণ ও উপস্থিত সবার মতামত নেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যশোর ও খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যথাক্রমে কৃষিবিদ চণ্ডি দাস কুণ্ডু ও নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস। দিনব্যাপী কর্মশালায় দক্ষিণাঞ্চলের সংশ্লিষ্ট পাঁচটি জেলার এবং ১৫টি উপজেলার উপপরিচালক, ডিটিও, এডিডি, উপজেলা কৃষি অফিসার, উপসহকারী কৃষি অফিসার, কৃষকসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিনা, বারি, ডাল গবেষণা, এআইএসের কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে মতামত প্রদর্শন করেন ।

## মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে কৃষি প্রণোদনা বিতরণ

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি ২০১৬ উপলক্ষে কৃষি উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মমতাজ বেগম, এমপি

কৃষকরাই হলো এ দেশের প্রাণ। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে টাকার দরকার হয়, সে টাকার প্রধান উৎস হলো কৃষি ও কৃষক। তার পরে হলো যারা বিদেশে থাকে, বিদেশ থেকে টাকা বা রেমিট্যান্স পাঠায়। অতএব, কৃষকরাই হলো আমাদের মূল। মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি ২০১৬ এর আওতায় মাসকলাই বীজ ও সার বিতরণ উপলক্ষে চাষি সমাবেশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কৃষকদের ভালোবাসেন বলেই কৃষিতে আমাদের আজ এত উন্নতি। প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলেন, আমার কৃষক বাঁচলে আমার দেশ বাঁচবে। এ জন্য মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সব দপ্তরের প্রতি সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে।

মানিকগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ারের সভাপতিত্বে কৃষি প্রণোদনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঢাকা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. আবদুল মুঈদ ও মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট গোলাম মহীউদ্দিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মানিকগঞ্জ জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ আলিমুজ্জামান মিয়া। হরিরামপুর উপজেলার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ জহিরুল হকের পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে ৫০০ কৃষকের মধ্যে সার, মাসকলাই বীজ, শিম ও লাউ চারা, সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ, স্প্রেয়ার মেশিন বিতরণ করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ০৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে হরিরামপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ প্রণোদনা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

## সুস্থ জাতি গঠনে কমলা শাঁসযুক্ত মিষ্টি আলু চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণের আহ্বান

কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র (সিআইপি)-বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত উন্নত পদ্ধতিতে কমলা শাঁসযুক্ত মিষ্টি আলুর ওপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. শাহ আলম

বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও পুষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি। তাছাড়া বোরো ধানের চাষে ব্যাপক সেচের কারণে ভূনিম্নস্থ পানির স্তরের গভীরতা নিচে নেমে যাওয়ার ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই পরিবেশবান্ধব এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ কমলা শাঁসযুক্ত মিষ্টি আলু চাষের জোর দেয়া দরকার। আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র (সিআইপি)-বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত উন্নত পদ্ধতিতে কমলা শাঁসযুক্ত মিষ্টি আলুর ওপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. শাহ আলম তার বক্তব্যে ওপরের কথাগুলো উল্লেখ করেন। UKAID এর আর্থিক সহায়তায় সিআইপি কর্তৃক আয়োজিত সাস্টেইন প্রজেক্টের অধীন প্রশিক্ষণ কোর্সটি শহরের এসোড ট্রেনিং সেন্টারে পরিচালিত হয়। প্রধান অতিথি কমলা শাঁসযুক্ত মিষ্টি আলুর গুরুত্ব তুলে ধরে আরও বলেন মিষ্টি আলু পুষ্টিসমৃদ্ধ, দামে সস্তা, উৎপাদন খরচ কম, ফলন বেশি এবং অবহেলিত চর এলাকায় সহজে চাষ করা যায়। তাছাড়া রংপুরের মাটি মিষ্টি আলুচাষের জন্য উপযোগী। তাই তিনি এ ফসল চাষে সবাইকে জোর দেয়া উচিত বলে উল্লেখ করেন।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিআইপি-বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার মীর আলী আসগর এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর জেলার উপপরিচালক স ম আশরাফ আলী, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার মো. আবু সায়েম এবং গঙ্গাচড়া উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

উপপরিচালক স ম আশরাফ আলী বলেন, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তাই আমাদের ফসল বিন্যাসের পরিবর্তন আনতে হবে। এজন্য পরিবেশবান্ধব ও খরা সহনশীল কমলা শাঁসযুক্ত মিষ্টি আলু ক্রপিং প্যাটার্নে অন্তর্ভুক্ত করা হবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ। আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার মো. আবু সায়েম বলেন, আমাদের বাণিজ্যিক কৃষির দিকে ধাবিত হতে হবে। এজন্য তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তিনি আরও বলেন, তিস্তা ব্যারাজ হতে যমুনা সেতু পর্যন্ত প্রায় ৮৫ হাজার হেক্টর চর এলাকাতে কমলা শাঁসযুক্ত মিষ্টি আলু চাষের ব্যাপক সম্ভাবনার আছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সিআইপি-বাংলাদেশের সেক্টর লিডার ড. শফিউর রহমান। এছাড়া আরও বক্তব্য প্রদান করেন গঙ্গাচড়া উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ব্র্যাকের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক নাজিম উদ্দিন প্রমুখ।

মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নকারী পার্টনার এনজিও ব্র্যাকের মাঠকর্মী এবং কৃষি সম্প্রসারণের অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি অফিসারগণসহ মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, সিআইপি-বাংলাদেশ বাংলাদেশে রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম এবং সাতক্ষীরা জেলায় ৩৫০০ কৃষককে মিষ্টি আলুচাষের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে।

## রাজশাহীতে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সাথে মতবিনিময় সভা

কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহীতে আয়োজিত মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. নজমুল ইসলাম

গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ইং তারিখ সকাল ৯টায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহীর উদ্যোগে এনসিডিপি হলরুমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্নপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. নজমুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত যুগ্ম সচিব কৃষিবিদ মো. হেমায়েত হোসেন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমান। অনুষ্ঠানটিরসভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। প্রধান অতিথি মহোদয়

বলেন, বর্তমানের কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে এলাকাভিত্তিক সমস্যা নির্ধারণ করে কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে। এছাড়া তিনি ফসল উৎপাদনের নানা সমস্যা মেটানোর জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি মহোদয় তার সমাপনী বক্তব্যে রোপা আমনের উৎপাদন বৃদ্ধির নানা কৌশল, স্বল্প পানিতে ফসল আবাদ, বোরো ধান কমানোর কর্মপন্থা, প্রশিক্ষণে পুষ্টিবিষয়ক তথ্যাদি সংযোজন, আউশ আবাদ বৃদ্ধি, মাল্টা ও ড্রাগন ফলের আবাদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

## সিলেটের বিয়ানীবাজারে ফলদ ও বৃক্ষ মেলা ২০১৬ অনুষ্ঠিত

কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ, কৃতসা, সিলেট

সিলেটের বিয়ানী বাজারে ফলদ বৃক্ষ মেলা ২০১৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি

সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উদ্যোগে ২৫-২৯ আগস্ট ফলদ ও বৃক্ষমেলা/২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, বাঙালি বীরের জাতি। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা এ দেশকে স্বাধীন করেছি। আমাদের জাতিসত্তার মধ্যে পরাজয় শব্দটি নেই। জঙ্গি, নাশকতা ও সন্ত্রাসবাদকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবশ্যই আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করাব। জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে। এখন আমরা মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত বাংলাদেশে পদার্পণ করাব। এজন্য দেশের ১৬ কোটি মানুষের ৩২ কোটি হাতকে কাজে লাগাতে হবে।

বিয়ানীবাজার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মু. আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুম মিয়ার পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আতাউর রহমান খান, কৃষিবিদ জনাব পরেশ চন্দ্র দাস উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রমুখ।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পিএইচজি মডেল হাইস্কুল মাঠে ফলদ ও বৃক্ষ মেলা-২০১৬ উদ্বোধন করেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন গাছের চারা বিতরণ করেন।

## পুষ্টি কর্নার ঃ কদবেল

কদবেলে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং স্বল্প পরিমাণে লৌহ, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২ ও ভিটামিন 'সি' বিদ্যমান। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কদবেলে জলীয় অংশ ৮৫.৬ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ২.২ গ্রাম, আঁশ ৫.০ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৪৯ কিলোক্যালরি, আমিষ ৩.৫ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ৮.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫৯ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি ১ ০.৮০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি ২ ০.০৩ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ১৩ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কদবেল যকৃত ও হৃদপিণ্ডের বলবর্ধক হিসেবে কাজ করে। বিষাক্ত পোকামাকড় কামড়ালে ক্ষতস্থানে ফলের শাঁস এবং খোসার গুঁড়ার প্রলেপ দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কচি পাতার রস দুধ ও মিছরির সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে ছোট ছেলেমেয়েদের পিত্তরোগ ও পেটের অসুখ নিরাময় হয়। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কদবেল বেশি জন্মে। কাঁচা ও পাকা কদবেল খাওয়া হয়। এছাড়া আচার, চাটনি বানাতেও কদবেল ব্যবহৃত হয়। পাকা কদবেল ভর্তা বানিয়ে খাওয়া বেশ জনপ্রিয়।

## বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) (সংকলিত)

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বিগত ৭ বছরে বিএডিসির উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো হলো–

* বীজ সংক্রান্ত অর্জন : বীজ সরবরাহ- ৯.৮০ লক্ষ মে: টন, মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদন- ১ হাজার ৪৪৩ মে: টন, বীজ গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি- ১.৪৩ হতে ২.১২ লক্ষ মে: টন, টিস্যু কালচার ল্যাব স্থাপন- ২টি, বীজ বর্ধন খামার স্থাপন- ২টি, ডিহিউমিডিফাইড স্টোর স্থাপন- ৩০টি, আধুনিক বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন- ১টি, ফার্মার্স সিড সেন্টার স্থাপন- ৩টি, অটো সিড প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন- ২টি, হিমাগার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি- ১৭ হাজার হতে ২৯ হাজার ২২০ মে: টন।

* সেচ সংক্রান্ত অর্জন : খাল পুনঃখনন- ৭ হাজার ২৯৮ কিলোমিটার, ভূপরিস্থ সেচনালা- ২ হাজার ৩১৮ কিলোমিটার, ভূগর্ভস্থ সেচনালা- ২ হাজার ১১১ কিলোমিটার, গভীর নলকূপ স্থাপন- ৯৭০টি, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন- ১ হাজার ৫২টি, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন- ৩ হাজার ৭৩টি, সৌর বিদ্যুৎচালিত সেচপাম্প স্থাপন- ১১টি, রাবার ড্যাম নির্মাণ- ৪টি, সেচ অবকাঠামো- ৫ হাজার ৭৬১টি, বেড়ি বাঁধ নির্মাণ- ১৪৫ কিলোমিটার।

* সার সংক্রান্ত অর্জন : সার আমদানি- ৪৫.৪৮ লক্ষ মে: টন, সার সরবরাহ- ৪২.৪৭ লক্ষ মে: টন, সার গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি- ৯৮ হাজার মে: টন হতে ১.৫৪ লক্ষ মে: টন।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার টেকসই রূপ দিতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খাদ্য উৎপাদনের জন্য মানসম্পন্ন বীজ, সার এবং সেচের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকপর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া, মরক্কো, বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা থেকে ননইউরিয়া সার আমদানি এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

সম্পাদক: কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সমন্বয়ক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: মো: ছগির হোসেন, কম্পিউটার কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) মো. নুর ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত